ইনকিলাব

188

29 JUN 1987

তারিখ ... 4 JUN 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...

১৪ আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

শিক্ষাঙ্গন

29 JUN 1987

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছর

বাংলাদেশের তৌহিদী জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখনো হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলছে। ১৯৮৩ ইং সনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোন দলাদলি, হানাহানি, কাটাকাটি। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বছর অতিক্রান্ত হলো।

এখানে ছাত্র-শিক্ষকের সুমধুর সম্পর্ক বিরাজ করছে। ছাত্ররা সর্বদা বিশেষ করে, পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে বিশেষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে লেখাপড়া করে। এখানে নেই রাজনীতির নামে অস্ত্রের ঝনঝনানী ও নকলের মতো দুষ্কর্ম। বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান এমন এক প্রাকৃতিক পরিবেশে যে, দক্ষিণা বাতায়ন খুলে বসলে মন আনন্দে নেচে উঠে। তবে এখানে সমস্যাও কিছু রয়েছে। এক বছরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হলো অথচ এখনো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে নেই একটি টেলিফোন সেট, যা দিয়ে ছাত্রা বিপদ মুহূর্তে বা জরুরী প্রয়োজনে কথা বলতে পারে। নেই কোন ডাকঘর বা ডাকবাক্স। প্রায় ১ মাইল দূরে বোর্ড বাজারে একটি শাখা-ডাকঘর সকাল ১০টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলার কথা থাকলেও প্রায় দিনই ১টার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। আর ক্লাস বাদ দিয়ে দুপুর ১টার পূর্বে গিয়েও অনেক সময় খাম, পোস্ট কার্ড ইত্যাদি পাওয়া যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র তিনটি সংবাদপত্র রাখা হয়। দু'টি বাংলা এবং একটি ইংরেজী অর্থাৎ সাপ্তাহিক বা মাসিক কোন পত্রপত্রিকাই নেই। খেলাধূলার সাজ-সরঞ্জামও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নেই কোন এম্বুলেন্স। বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রে কিছু টেবলেট, ক্যাপসুল ছাড়া নেই কোন ওষুধের ব্যবস্থা। তাওহীদ ও কোরআন বিভাগে বিদেশ থেকে শিক্ষক আসার কথা ইতিপূর্বে শোনা গেলেও বর্তমানে তা আর শোনা যায় না।

তবুও সার্বিকভাবে বলা যায় নানা ঘাত-প্রতিঘাত আর নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মুখেও বিশ্ববিদ্যালয়টি ভালোভাবেই চলছে। বিশেষ করে, ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত দেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ দু'টি বিভাগের শিক্ষার মাধ্যম সম্পূর্ণ আরবী। অর্থাৎ ক্লাসের লেকচার, কথাবার্তা, প্রশ্নোত্তর, পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর সম্পূর্ণ আরবীতেই হয়। এতে ছাত্ররা একদিকে একটা বিদেশী ভাষার উপর দক্ষতা অর্জন করছে অপরদিকে আরবী ভাষা ভাল করে জানার মাধ্যমে কোরান, হাদীসকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। এ দু'টি বিভাগের ছাত্রদের জন্য সাবসিডিয়ারী বিষয় হিসাবে ৩টি বিষয় রাখা হয়েছে। এতে একজন ছাত্র তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দুটি বিষয় নিতে পারে। বিষয়গুলো হলো (১) গণপ্রশাসন, (২) অর্থনীতি এবং (৩) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

এতে ছাত্ররা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার উপর জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে দেশের শাসন ব্যবস্থাসহ বৈষয়িক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারছে।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে কোন কাজেই প্রাথমিক অবস্থায় নানা সমস্যা, অসুবিধা থাকে, থাকাটা স্বাভাবিক। তাছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ইসলামবিরোধী শক্তি গোপন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, যেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, পরিণত হতে না পারে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে। এসব প্রতিকূল অবস্থায়ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এ, এন, এম, মমতাজুদ্দিন চৌধুরীর অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের গৌরব। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

— আবু সাইদ মুহম্মদ মাহফুজ